ফরাসী সাহিত্যের পথচলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ড. এলহাম হোসেন

উইলিয়াম হেনরী হাডসন তাঁর *A Short History of French Literature* গ্রন্থে ফরাসী সাহিত্যের উৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'ফরাসী ভাষা যা এর মহান সাহিত্যের ধারক-বাহক, তার উৎপত্তি হয়েছে গলের রোমান যোদ্ধা ও বিজয়ীদের মুখের জনপ্রিয় ল্যাটিন ভাষা থেকে' (হাডসন ১)। পরবর্তীতে পঞ্চম শতকে গলে ফ্রাঙ্কিসদের আগমন ঘটে। এই আগমন ফরাসী ভাষা শব্দভাণ্ডার গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে কিন্তু বিদ্যমান সাহিত্যের চরিত্রগত উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটায় না।

এই আগমনের ফলে পুরো গল রাজ্য বাহ্যত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়– দক্ষিণ ও উত্তর। এই উত্তরাঞ্চলই ফরাসী ভাষার প্রকৃত আঁতুরঘর। এই অঞ্চলের *Langue d' Oil* অনেকগুলোর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় নরমান্ডি, পিকার্ডি, বার্গান্ডি এবং ইলে দ্য ফ্রান্সের ভাষা। তবে ৯৮৭ সালে যখন ডিউক অব ফ্রান্স রাজাসনে বসেন তখন প্যারিস হয় তাঁর রাজ্যের রাজধানী। স্বভাবতই শাসকগোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত অন্যান্য ভাষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। তবে অন্যান্য ভাষাও হুট করে পথ ছেড়ে দেয়নি। তারাও টিকে থাকার লড়াইয়ে যুক্ত হয়। ফলে তৈরি হয় ভাষার ডামাডোল। এক ধরনের নৈরাজ্য চলতে থাকে বহুদিন পর্যন্ত। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে ফরাসী ভাষা একটা দৃঢ় বা সুস্থিত অবস্থান লাভ করে।

তবে তার মানে এই নয় যে, এতদিন সাহিত্যরচনা থেমে ছিলো। একাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত *Chansons de Geste* কেই ফরাসী সাহিত্যের শিকড় বলা যায়। একে দিয়েই ফরাসী সাহিত্যের পথচলা শুরু। এগুলো হলো বীরগাঁথা। মহাকাব্যের আদলে লেখা। এগুলো সুর করে আবৃত্তি করা বা গাওয়া হতো। চারণকবিরা এগুলো রচনা করতো ও গাইত। এগুলোর দৈর্ঘ্য সাধারণত চার হাজার লাইনের মতো হতো। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে এ রকম বীরগাঁথার তিনশটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী ফরাসী সাহিত্যের শরীর তৈরিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ সময় ফ্রান্সের সমাজ কাঠামো চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়– যাজক, অভিজাত, বুর্জোয়া বা কায়েমী স্বার্থবাদী মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণি। সামন্ত সমাজব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো রাষ্ট্র। শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞান চর্চার জায়গার পুরোটাই দখল করেছিল যাজকরা। তাদের প্রধান আগ্রহ ছিল ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন। ওদের ভাষা ছিল লাতিন। তবে ওদের মধ্যকার একটা ক্ষুদ্র অংশের আগ্রহ ছিল স্থানীয়দের আঞ্চলিক ভাষার প্রতি। ফলে স্থানীয় ভাষায় রচিত সাধারণের সাহিত্যে তাদের উপদেশাত্মক ভূমিকা কম-বেশি দেখা যায়। আর অভিজাতদের তো জ্ঞানচর্চায় আগ্রহ ছিলই না। তারা দেশ পরিচালনা, যুদ্ধবিদ্যা, অবসরে দাবা খেলা ইত্যাদিতে ছিল আগ্রহী। ফলে, সাহিত্যে তাদের কর্তৃত্ববাদী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের বিনোদনের জন্য রচিত সাহিত্যকে অভিজাত সাহিত্য বলা হয়। অভিজাত সাহিত্যের প্রধান উপকরণই ছিল বীরত্বের জয়গান। রোমান্স, অতিপ্রাকৃত শক্তি, অসাধ্য সাধনের সামর্থ, কল্পরাজ্যে গা-ভাসানো প্রেম ইত্যাদি অভিজাত সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকাঠামোয় কিছু পরিবর্তন আসতে থাকে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের উত্থান শুরু হয়। সম্পদের মালিকানা ধীরে ধীরে, তবে তা কম হলেও, ব্যক্তির হাতে আসতে থাকে। তখন বুর্জোয়ারা সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসে। এ সাহিত্য অভিজাত সাহিত্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়। ফলে, এতে শ্লেষের ঝাঁজ

পাওয়া যায়। এটি অভিজাত সাহিত্যের রোমান্টিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে; বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে এবং গতানুগতিক নন্দন ও প্রথা ভেঙে সাহিত্যে নতুন শৈলীর ও প্রকরণের প্রবর্তন করে। ফলে এই সাহিত্য রক্তমাংসের অনেক বেশি কাছাকাছি চলে আসে। বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নবম লুইয়ের শাসনামলে সমাজে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁর উত্থানপর্ব শুরু হয় এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে ঘটে বিপর্যয়। শত বছরের যুদ্ধে ফ্রান্স বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাজ-সংস্কৃতিতে নৈরাজ্য দেখা দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় সাময়িকভাবে ছেদ পড়ে। এর প্রভাব এই সময়ের সাহিত্যেও দেখা যায়।

তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে ফ্রান্স অপেক্ষাকৃত স্থির ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৌঁছে। কিন্তু এই যুদ্ধে সামন্ততন্ত্রের ব্যাপক রক্তক্ষরণ ঘটে। ফলে, তা দুর্বল হয়ে পড়ে। বীরব্রততে ভাটার টান পরে। একাদশ লুই সামন্ত্রতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নেন। কিন্তু ততোদিনে বুর্জোয়ারা একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করে পায়ের নিচের মাটি শক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু মধ্যযুগেই গীর্জার প্রত্যক্ষ প্রভাবে আর এক ধরনের কবিতার উদ্ভব হয়। এটি হলো উপদেশমূলক বা Didactic কবিতা। এর মূল সুরই হলো নীতিকথা। তবে নীতি-শিক্ষা দানের কাজ এটি কাব্যের আবহ তৈরি করে তবেই করত। এজন্য অ্যালিগরি বা রূপকাশ্রয়ী কাহিনীর আশ্রয় নিতে হতো কবিদেরকে। এ পর্যায়ের প্রসিদ্ধ কবিতা হলো *Roman de la Rose* . ইংরেজি সাহিত্যের জনক চসার এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। এই উপদেশাত্মক কবিতার প্রভাব বলয় ভেদ করেই বেরিয়ে আসে জনপ্রিয় ও শ্লেষাত্মক কবিতা। এর উৎস বুর্জোয়া ভাবধারা এবং প্রতিক্রিয়া। ফলে এই ধরনের রচনায় তীক্ষ্মবুদ্ধি, ধূর্ততা, কথার মারপ্যাঁচ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হতো। এ ধরনের কবিতা বলতে বিশেষ করে ছোট ছোট প্রতীকাশ্রয়ী কাহিনীকে ছন্দবদ্ধভাবে লেখা হতো। এগুলোর নিদর্শন হিসেবে *Roman de Renart* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে একগুচ্ছ গল্প-কবিতা মহাকাব্যের অবয়বে প্রকাশ পেয়েছে। এই গল্প-কবিতাগুলো দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের চিত্র অঙ্কন করে।

এই মধ্যযুগেই ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে বিকাশ ঘটে লিরিক কবিতার। এই কবিতায় সাধারণত যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হতো। নির্দিষ্ট ছন্দ ও ছোট ছোট স্তবকে বিভক্ত কবিতাগুলো ব্যালাড বা গীতিকবিতার আকার ধারণ করে। এই সময়ের কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখযোগ্য হলেন ফ্রাঁকোয়া ভিলন। বলা হয়ে থাকে, তার সম্বন্ধে যত কম কথা বলা হবে, ততই ভালো। তিনি ছিলেন বৈরাগী গোছের মানুষ। আবার একই সঙ্গে খারাপ লেখক। তবে পঞ্চদশ শতকের সে ছিল নির্জন লেখক। কোনো প্রকার দুর্বলতা বা উদাসীনতাকে তিনি কবিতা রচনায় প্রদর্শন করতেন না। আবার প্রচলিত প্রথাও তিনি মানতেন না।

মধ্যযুগে গীতি কবিতার পাশাপাশি নাটকেরও উদ্ভব ঘটেছিল। এর আঁতুরঘর হলো গীর্জা। গ্রীক নাটকের উদ্ভব ঘটেছিল শস্য ও সূরার দেবতা দিওনুসাসের মন্দিরে। ব্রিটেনেও মোরালিটি প্লে, মিরাকল প্লে ও মিষ্ট্রি প্লে-র জন্ম গীর্জায়। যেহেতু অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত সাধারণ জনতার মধ্যে ধর্মের বাণী প্রচার করার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ফলপ্রসু মাধ্যম হলো নাটক। তাই নাটক শুরুতে ধর্মযাজকদের হাতে ধর্ম প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরে ধীরে ধীরে যখন এর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র, নাচ, গান ইত্যাদি যুক্ত হয়, তখন একে গীর্জা থেকে বের করে দেয়া হয়। ফ্রান্সে মধ্যযুগে নাটক মঞ্চস্থ করা হতো ক্রিসমাস ও ইস্টারের উৎসব উপলক্ষে। সাধারণত যাজকরাই অভিনয় করতো। এর ভাষা ছিল লাতিন। ঢং ছিল প্রার্থনার। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কমেডি বা মিলনাত্মক নাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই

নাটক সাধারণত ব্যাঙ্গাত্মক এবং এর কথোপকথন সাধারণত গ্রীক নাট্যকার এরিস্টোফেনিসের প্রভাবে সিক্ত।

মধ্যযুগের পর ষোড়শ শতাব্দী হলো ফ্রান্সের রেনেসাঁর যুগ। এর অগ্রযাত্রা ১৫১৫ সালে প্রথম ফ্রান্সিসের ক্ষমতা আরোহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। ফ্রান্সিস-১ মারা যান ১৫৪৭ সালে। তাঁর রাজত্বকালে কবিতা ও নাটকে নতুন ধারার সূচনা হলেও আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না যে, মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার প্রভাব এ সময় অনেকটাই সচল ছিল। রাজা ফ্রান্সিসের জ্ঞান পিপাসা ছিল। সাহিত্য, শিল্প ও নন্দনের প্রতি তাঁর ছিল অমোঘ আকর্ষণ। পণ্ডিতদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার বিস্তার ও মার্জিত রুচির চর্চাকে তিনি উৎসাহিত করতেন।

ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী চিন্তা-চেতনা, রুচি, সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা, এমনকি ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেও রেনেসাঁ এসে ভর করলো। মানুষের যেন সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার ডানা মেলল। মধ্যযুগের নিয়ম-কানুনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করলো। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে যে সংস্কারগুলো চাপা দিয়ে রেখেছিল, মানুষ সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র ও ফলপ্রসু প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলো। এমনকি গীর্জার প্রশ্নাতীত ক্ষমতাকেও চ্যালেঞ্জ করে বসলো। ধর্মতন্ত্রের পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বত্রব্যাপী প্রচেষ্টা শুরু হলো। অনেক দিন ধরে সমাজ ও ব্যক্তির ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা বিশ্বাস ব্যবস্থা ও সংস্কারগুলোকে মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করলো। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, এমনকি ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলার ভাবধারাকে স্বাগত জানালো। সহজ কথায় বলতে গেলে, এই সময়টাতে ফরাসীদের চিন্তার ও কল্পনার সীমা এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয় যতদূর পর্যন্ত আগে কখনো প্রসারিত হয়নি। এসব পরিবর্তনের প্রভাবে ফরাসী সাহিত্যের নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়। নতুন উদ্যম একে তাড়া করে। এ কথা সত্য যে, রাজা ফ্রান্সিসের রাজত্বকালেই প্রথমবারের মত রাজদরবার ফ্যাশন ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব পরিবর্তনের মধ্য রাজনৈতিক পরিবর্তনও ছিল উল্লেখযোগ্য। সামন্ত শাসকদের ক্ষমতা কমতে থাকে এ সময়। বুর্জোয়াদের হাতে আরো সম্পদ জমা হয়। ব্যক্তি তখন সম্পদের মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র প্রদর্শনের পথ বেছে নেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা, বই পড়া, বুদ্ধি-বৃত্তিক চর্চাকে ব্যক্তি সম্মানজনক বিবেচনা করতে থাকে। এ কাজে অবশ্য ব্যাপক ভূমিকা রাখে ১৪৭০ সালে স্থাপিত ছাপাখানা। এতে করে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বই পাঠকের হাতে এসে পৌঁছে। এছাড়া ইতালির ক্ল্যাসিসিজম বা ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রভাবও ফরাসী সাহিত্যের অবয়ব তৈরিতে সাহায্য করে। হিউম্যানিজম বা মানববাদ সাহিত্যের পূর্বোক্ত সংকীর্ণতাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। সহজ কথায়, সব দিক থেকে ষোড়শ শতাব্দী একটি রিফরমেশন বা সংস্কারেরও শতাব্দী।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম হলেন ক্লেমেন্ট ম্যারট। তিনি ব্যালাড রচনা করেন। roundeaux নামে দশ থেকে তের লাইনের কবিতা রচনাতেও তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন। তবে কবিতা রচনায় ম্যারট অপ্রয়োজনীয় ছন্দের বা অলঙ্কারের ব্যবহার পরিহার করেন। ফলে তার রচনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জীবনের কাছাকাছি চলে আসে। এছাড়া পিয়েরে ক্য রোজার্ট ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী কবিতায় বিষয়বস্তু ও ছন্দের ব্যবহারে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। রোজার্টের পরে দ্যু ব্যালে বেশ উল্লেখযোগ্য একজন কবি। তাঁর সনেটগুচ্ছ ইংরেজ কবি এডমান্ড স্পেন্সার ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

তবে ষোড়শ শতাব্দীতে কবিতার যত দ্রুত অগ্রগতি সাধন হয়, গদ্যের তত দ্রুত হয় না। তবে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এই শতাব্দীতে এর অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। এর কারণ অবশ্য শিক্ষার বিস্তার ও ধ্রুপদী সাহিত্যের চর্চা। এছাড়া মধ্যবিত্তের মধ্যে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ তৈরি হওয়াও গদ্যের অগ্রগতির

অন্যতম কারণ। তবে এ কথা স্মার্তব্য যে, কবিতা যে অভিজাত অবস্থান উপভোগ করছিল গদ্য সাহিত্য তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি। এ সময়ের গদ্য লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দুজন– একজন হলেন রাবেলেই, অপরজন হলেন মনটেইন। রাবেলেই ছিলেন রেনেসাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ, কিন্তু তাঁর শিকড় প্রোথিত ছিল মধ্যযুগের মধ্যে। কিন্তু মনটেইন ছিলেন একেবারে তাঁর সময়ের নতুন মানুষ। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি সব কাজকর্ম ছেড়ে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন। রচনা করেন একগুচ্ছ প্রবন্ধ। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিই তাঁর প্রবন্ধগুলোর প্রধান উপজীব্র। মনটেইন ব্যক্তি জীবনে গোছানো মানুষ ছিলেন না। তাই তাঁর প্রবন্ধগুলোতে তাঁর ধারণাগুলোও এলোমেলোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো পাঠকের মনকে এখনো নাড়া দেয়। তার *Essais* ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে সবচেয়ে প্রভাবশালী বই ছিল। তাকে প্রবন্ধের জনকও বলা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু বছর ধরে চলে আসা ক্যাথলিক আর ক্যালভিনিস্ট প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার ধর্মযুদ্ধ থামে। এ যুদ্ধ চলেছিল ১৫৬২ থেকে ১৫৯৮ এর মধ্যবর্তী সময়ে। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত এটি থামার ফলে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে। এতে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পরে। অনেকেই লিখতে শুরু করেন। কবিতা, নাটক, সমালোচনা ইত্যাদি রচিত হয় এই সময়। লেখকদের সবাই ছিলেন অভিজাত ও যাজক শ্রেণির। বলা হয়ে থাকে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সেই মোট দুই হাজার দুইশত লেখক ছিলেন। পাঠকের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় বিভিন্ন একাডেমির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটতে থাকে। এটিও সাহিত্যের বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখে। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে একাডেমিগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন একাডেমিগুলো বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সার্বিকভাবে এ সময় ফ্রান্স সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরো ইউরোপে নেতৃত্ব দেয়। এই শতকের নাট্যকার জাঁ রেসিন, মঁলিয়ে, পিয়েরে করনেইল পুরো ইউরোপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রেসিন মূলত ট্রাজেডি নাট্যকার। মলিয়ে কমেডি অব ম্যানার্সের পথিকৃত। অভিজাত শ্রেণির মানুষের নানান অসঙ্গতি নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেন। আর পিয়েরে করনেইল ধ্রুপদী ঢংয়ে ট্রাজেডি রচনা করেন। অনেক ইংরেজ নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবেই এদের অনুকরণ-অনুসরন করেন। ইংরেজি সাহিত্যের রেস্টরেশন যুগের কমেডি অব ম্যানার্সের যে দ্রুত বিকাশ ঘটে, তার পেছনে ফ্রান্সের এই নাট্যকারদের মধ্যকার, বিশেষ করে মঁলিয়ের ভূমিকা ব্যাপক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য নানান রকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয়। ১৭১৫ সালে চতুর্দশ লুই-র মৃত্যুর পর থেকে ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থানের সময়কাল পর্যন্ত যে ব্যাপ্তি তার মধ্যেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের পথ চলা ও সাবালকত্ব অর্জন করা হয়ে থাকে। এই শতক এনলাইটেনমেন্টের যুগ। এ সময় দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। ভলতেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু মানুষের কথা বলার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার ও স্বাধীনতা ভোগ করার ব্যাপারে জন্মগত অধিকারের কথা বলেন। ভলতেয়ার বলেন, তলোয়ারের চেয়ে কলমের ধার বেশি। আর রুশো বলেন, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু জন্মের পর সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত। গীর্জার কর্তৃত্ব নিয়েও মানুষ প্রশ্ন করে। মুক্তচিন্তার পথ খুলতে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) মূলমন্ত্র- সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা মানুষের চৈতন্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক ভাবধারা আরো মজবুত হয়। যুক্তিবাদের উত্থানে বিশ্বাস ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পরে। সমকালীন দার্শনিকগণ পারস্পরিক সহিষ্ণুতার ওপর জোর দেন, কারণ তারা মনে করেন এই গুণই সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। রাজার পরম

ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে সোস্যাল কন্ট্রাক্টের ওপর জোর দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ইউরোপে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নীতি ও আদর্শ এইসব দার্শনিক ধারণাগুলোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে মোদ্দাকথা হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের পথিকৃৎ হলেন দু'জন– একজন হলেন বার্নার্ড লা বুভেয়ার দ্য কন্‌টেনেল এবং মন্টেসকু। যদিও এই শতকে লিরিক কবিতা, ট্রাজেডি নাটক, স্যাটয়ার ইত্যাদি চর্চা বিদ্যমান ছিল, তবুও দর্শনের ঔজ্জ্বল্য, ধার ও ভরের কাছে এদের গতি নিম্নমুখী ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ফরাসী সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণু ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। এই শতকে ফ্রান্স গণতন্ত্রের উত্থান আর রাজতন্ত্রের সর্বাংশে পতন দেখে। ফরাসী সাহিত্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে ব্যাপক কদর লাভ করে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে রোমান্টিসিজমের প্রাবল্য থাকলেও মাঝামাঝিতে এসে রিয়েলিজম বা বাস্তববাদের উত্থান ঘটে। এমিলি জোলার ন্যাচারালিজম দুর্বল হয়ে পড়ে। মালার্মের সিম্বলিজমের জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। কবিরা আর সহজ প্রকাশভঙ্গিতে আবদ্ধ থাকতে চান না। ফলে কবিতায় সিম্বল বা প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয় ব্যাপকভাবে। উপন্যাস অনেক বেশি বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বসহকারে লালন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, ব্যবসার প্রসার ও শিল্পায়নের প্রভাবে ফরাসী উপন্যাস হয়ে ওঠে অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ। তবে রচনাশৈলী, প্রকরণের ব্যবহার, রচনা কৌশলে নানান তত্ত্বের প্রভাব, প্রতীকী কল্পচিত্রের ব্যবহার উপন্যাসকে অনন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। বালজাকের উপন্যাস শহুরে জীবনের নানান অন্ধকার দিক তুলে ধরে। পাঠক লুফে নেয় তাঁর উপন্যাস। ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের উপন্যাসেও ওঠে আসে জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র। এ সময় ন্যাচারালিস্ট বা স্বাভাবিকতাবাদী লেখক এমিলি জোলা তাঁর উপন্যাস *Germinal* কে জীবনঘনিষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপনের জন্য মাসের পর মাস কয়লা খনির শ্রমিকদের সঙ্গে কাটান। বিখ্যাত মোপাসাঁ তাঁর ছোটগল্পগুলোর জন্য স্বাভাবিকতাবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

মূলত ন্যাচারালিস্ট আন্দোলনের হাত ধরেই ফরাসী সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। ন্যাচারালিস্টরা বা স্বাভাবিকতাবাদীগণ জীবনকে জীবনের রংয়েই রাঙাতে চেয়েছেন। তাঁরা রোমান্টিকদের মতো স্বপ্নাচারী বা ভাববাদী নন। তাঁরা বাস্তববাদী। জীবনের ক্লেদ, কদার্যতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও গুমোট হতাশাকে তাদের রচনার পরতে পরতে বুনন করেছেন। এঁদের কণ্ঠস্বর নতুন, আত্মসন্ধান, বাচনভঙ্গি, ইন্দ্রিয়সমূহের অতিইন্দ্রিয় বিনিময় ইত্যাদি ক্লাসিক শিল্পচেতনাকে ছেড়ে যায়। এদের মহাসমারোহে আগমনের ফলে রাসীন ও ভিক্টর হুগোর মতো রোমান্টিক ভাবধারার লেখকরা অস্তায়মান সূর্যের মত পাঠকের মন থেকে সরতে থাকে।

এ সময়ে শার্ল বোদলেয়ারের ফরাসী কবিতামঞ্চে আবির্ভাব সময়েরই দাবি ছিল। বোদলেয়ারকে কবি হিসেবে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর সময়ের আর একজন নামজাদা কবি আর্তুর র‍্যাঁবো বলেছেন, 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা' (বুদ্ধদেব বসু ১)। কবিতায় প্রতীকীতার তিনি উৎসস্থল। সামগ্রিকভাবে তাঁকে আধুনিক কবিতার পথিকৃৎই বলা যায়। তাঁকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর *বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'কাব্যকলায় বোদলেয়ারের মহৎ কীর্তি এই যে, ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত করে দেন। প্রথম কবি তিনি, যাকে পড়ে আমরা উপলব্ধি করি যে, ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিকের ধারণা দুটি অমোঘভাবে পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতার তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়' (বুদ্ধদেব বসু ৭)।

এই দুয়ের সংশ্লেষ গ্যাটের মধ্যেও পাওয়া যায়। তবে বোদলেয়ার গ্যাটের তুলনায় অধিকতর বেশি প্রাণতপ্ত ও স্পন্দনময়। তার *'ফ্ল্যুর দ্যু মাল'* কবিতাগুচ্ছ এ কথারই সত্যতা ধারণ করে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে ফরাসী সাহিত্যে বেশকিছু নতুনমাত্রা যুক্ত হয়। আমেরিকান হেজেমনি বা আধিপত্যের উত্থান, পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, ফরাসী কলোনীগুলোর স্বাধীন হয়ে যাওয়া, বেকার সমস্যা, সন্ত্রাসবাদের উত্থান ইত্যাদি ফরাসী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। নিৎসের নাস্তিবাদ বা নিহিলিজমের প্রতিফলন ঘটে বিংশ শতাবন্দীর ফরাসী সাহিত্যে। মানবতাবাদের অসহায়ত্ব, ধর্মের ব্যর্থতা, প্রচণ্ড হতাশাবাদ অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম দিয়েছে। স্যামুয়েল বেকেট এই ধারায় অগ্রগামী।

বর্তমানে ফরাসী সাহিত্য শুধু যে ফ্রান্সে রচিত হচ্ছে তা নয়। অনেক সাবেক ফরাসী কলোনীও তাদের সাহিত্য রচনা করছে ফরাসী ভাষায়। এই ফ্রাঙ্কোফোন সাহিত্যও বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমানে প্রাণস্পন্দনে ভরপুর ফরাসী সাহিত্য শুধু আনন্দ সাহিত্য নয়, এটি ইতিহাস ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ প্রপঞ্চও বটে।

তথ্য সূত্রঃ

Hudson, William Henry. *A Short History of French Literature*. London: G. Bell and Sons Ltd., 1919

বুদ্ধদেব বসু, *বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬১।